যুগান্তর

তারিখ 26 SEP 2013

পৃষ্ঠা 20 কলাম ৬

অস্ত্র নয়, শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ দিন

নিউইয়র্কে বিশ্ব নেতাদের প্রতি শেখ হাসিনা

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অস্ত্রের পরিবর্তে শিক্ষা খাতে অধিক বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষাকে বিশ্ব উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্রে স্থান করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করতে বিশ্ব নেতা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং অস্ত্রের পরিবর্তে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পন্থা।' প্রধানমন্ত্রী বুধবার জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের 'বৈশ্বিক শিক্ষার প্রথম উদ্যোগের প্রথম বার্ষিকীতে' জাতিসংঘ সদর দফতরে ইকোসোক চেম্বারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী এ উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বানের এ ধারণা প্রতিটি শিশুকে স্কুলে যেতে, শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং শিক্ষার জন্য স্কুলে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করবে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ এ উদ্যোগের চ্যাম্পিয়ন দেশগুলোর একটি হবে। বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা হবে প্রধানের

বরাদ্দ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

বরাদ্দ : শিক্ষা খাতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রধান ও মূলমন্ত্র' ঘোষণার সঙ্গে মিল রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে আমাদের রূপকল্প ও উন্নয়ন এজেন্ডায় 'পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক' হলো শিক্ষা। শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের শিক্ষানীতি ২০১০-এ ২০১৪ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আপনি একটি বালককে শিক্ষিত করলে একটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত করলেন, যদি একটি বালিকাকে শিক্ষিত করলেন তখন আপনি একটি শিক্ষিত পরিবার এবং একটি পুরো জাতিকে শিক্ষিত করলেন। এই বিখ্যাত উক্তিকে গ্রহণ করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-তে নারীর শিক্ষার প্রতি জোর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব প্রচেষ্টা সহযোগিতা দেয়ার জন্য ইউএনডিপি ও অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন অংশীদারদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনমান নিরাপদ ও নিশ্চিত করবে।'

এমডিজি-৭ অর্জন খুবই কঠিন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এমডিজি-৭ বাংলাদেশের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে বাংলাদেশ ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা অর্জনে আন্তঃসরকার আলোচনার জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরিতে বৈশ্বিক প্রচেষ্টার অগ্রভাগে থাকবে। তিনি বলেন, এমডিজি-৭ বাংলাদেশের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এমডিজি-১, এমডিজি-২, এমডিজি-৩, এমডিজি-৪, এমডিজি-৫ এবং এমডিজি-৬ পূরণ করেছে অথবা পূরণ করার পথে রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি নিম্নাঞ্চলের উপকূলীয় রাষ্ট্র। এ দেশ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে আসছে। তাই বাংলাদেশের পক্ষে এমডিজি-৭ অর্জন খুবই কঠিন। তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রশমন ও অভিযোজন নীতির আলোকে আমাদের সরকার ১৩৪ দফা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত, তাদের বচন থেকে আমাদের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেয়া।

প্রধানমন্ত্রী বুধবার জাতিসংঘ সদর দফতরে 'স্পেশাল ইভেন্ট টু ফলোআপ অ্যাফোর্টস মেড টুওয়ার্ডস এচিভিং দ্য এমডিজি' শীর্ষক অধিবেশনে ভাষণে এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা আয়ারল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইয়ামন গিলমোরের সঙ্গে এই অধিবেশনে কো-চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে ঐতিহাসিক সহস্রাব্দ ঘোষণার সঙ্গে তার যুক্ত থাকার কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সে সময় আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি একটি উন্নয়ন রূপকল্প দিই এবং ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করি।' তিনি বলেন, '২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি আবারও এখানে আসি এবং বিশ্বকে ক্ষুধা ও অনাহার থেকে মুক্ত করতে সহস্রাব্দ ঘোষণাকে যেমনা ম্যাক্স হিসেবে উল্লেখ করি। আমাদের এমডিজি অর্জনের অভিজ্ঞতা এবং ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডা নিয়ে মতবিনিময়ে আমি এখানে এই বিশেষ ইভেন্টে উপস্থিত হয়েছি।'

টেকসই উন্নয়নে সিদ্ধান্ত আহ্বান : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্ব নেতাদের জলবায়ু পরিবর্তন রোধের মাধ্যমে বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখতে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ২০২০ সালের পরও একটি আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে অবশ্যই দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব নেতাদের আমাদের এই বিশ্বের স্থায়িত্বের জন্য সাধারণ লক্ষ্যগুলো অর্জনে অবশ্যই এ দুটি বিষয়ে স্বীকৃতি, দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রদর্শন ও আন্তরিক অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে। তিনি মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দফতরে 'নেতৃত্বদানকারীদের সংলাপ : শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম— দূরদর্শিতার বাস্তবায়ন' শীর্ষক এক উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণদানকালে এ কথা বলেন। এই ফোরাম টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক কমিশনের সফলতা, অভিজ্ঞতা, সম্পদ এবং আন্তঃসহযোগিতার রূপরেখা তৈরিতে রিও প্লাস-২০-এর ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে গঠিত হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচির সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই তিন স্তম্ভের ওপর গুরুত্বারোপে বাধ্য। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ টেকসই উন্নয়ন বাংলাদেশের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূলতার সামনের সারির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাবের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।